MAR. 26 2001

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

প্রসঙ্গ ঃ পাবলিক পরীক্ষায় নকল এবং বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

বাংলাদেশের পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে নকল আজ এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরিণত। এ ব্যাধি নিরাময়ের কোন লক্ষণ আপাতত দেখা যাচ্ছে না। নকল প্রতিরোধে যথেষ্ট প্রচার-প্রচারণা এবং ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও কেউ যেন শুনছেই না বরং নকলের পাগলা ঘোড়া লাগামহীনভাবে ছুটেই চলেছে। তাহলে জাতি হিসেবে আমাদের ভবিষ্যৎ কী? নকল প্রবণতার উৎসসমূহ খুঁজে বের করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আশু প্রয়োজন।

এখন দেখা যাক এবারের চলমান এসএসসি পরীক্ষার চিত্র। শুধুমাত্র ১৯শে মার্চ ২০০১ 'সংবাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের অংশবিশেষ তুলে ধরছি ঃ (১) "নকল প্রতিরোধে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের সকল উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে গেছে। শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, ব্যাপক নকলের অভিযোগে গতকাল থেকে নলডাঙ্গা ও কামারখন্দ কেন্দ্রে বিডিআর মোতায়েন করা হয়েছে।" (২) ঠাকুরগাঁও ঃ "বই খুলে টেবিলের ওপর রেখে পরীক্ষার্থীরা মনের আনন্দে খাতায় লিখছে।" (৩) বরিশাল ঃ "উজিরপুর কেন্দ্রে থানা নির্বাহী অফিসারের উপস্থিতিতেই কর্তব্যরত শিক্ষককে নকল সরবরাহ করা এবং ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নোত্তর বলে দিতে দেখা গেছে।" সংবাদসহ সকল পত্র-পত্রিকায় নকলের সচিত্র প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। এ সংক্ষিপ্ত লেখায় বেশি উদ্ধৃতি দেয়া সম্ভবপর নয়। তবে বলাবাহুল্য, নকল এবারও রোধ করা গেল না– একথা সকলেই স্বীকার করবেন। এসএসসি পরীক্ষার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দাখিল পরীক্ষায়ও নকল চলছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, পরীক্ষায় এই সীমাহীন নকল প্রবণতার জন্য দায়ী কে? সহজে যে উত্তরটা দেয়া যায়- তা হচ্ছে, স্কুল-কলেজগুলোতে ঠিকমতো লেখাপড়া হয় না। কথাটা সর্বৈব সত্য। কিন্তু একথা কেউ ভেবে দেখেছেন যে, শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান কারা? সরকারি স্কুল-কলেজে শিক্ষক নিয়োগের বিদ্যমান ব্যবস্থায় মেধা যাচাই ঠিকমতো হয় কিনা তা দেশের সচেতন নাগরিকদের বিবেচনার ওপর ছেড়ে দিলাম। শতকরা ৯০% ভাগ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানই বেসরকারি। সেখানে ডোনেশনের (শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রচলিত এক প্রকার ঘুস) মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত অযোগ্য অথর্ব মেধাহীন শিক্ষক নিয়োগ পান। তারা আবার পড়াবেন কী? আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনেও কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। এ ব্যাপারে ১৪ই মার্চ সংবাদ পত্রিকার অতিথি কলামে প্রকাশিত অধ্যাপক সুজিত সরকারের লেখা থেকে কিছু অংশ তুলে ধরছি ঃ "এদেশে যারাই যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তারাই তখন শিক্ষা নিয়ে সাপে-নেউলের খেলার আয়োজন করেছেন। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের স্বার্থের কারণে উপজেলায় উপজেলায় দশের অধিক কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে। সেখানে না আছে শিক্ষার কোন পরিবেশ, না আছে শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ। ছাত্রের চেয়ে শিক্ষক-কর্মচারী বেশি– এমন দৃষ্টান্ত বাংলাদেশেই সম্ভব। সিকি কিলোমিটারের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় দুটো কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাদের না আছে বই, না আছে বসার বেঞ্চ-ব্ল্যাকবোর্ড, শিক্ষার কোন উপকরণ।....এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা আসেন-যান আর পরীক্ষার সময় বই দেখে লিখতে পরীক্ষার্থীদের সাহায্য করেন। ....দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসক পুলিশ নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে আসেন-যান, দু-চার জনকে বহিষ্কার করে দায়িত্ব পালনশেষে অধ্যক্ষের কক্ষে বসে চা-মিষ্টি খেয়ে একটা খাম পকেটস্থ করে হাসিমুখে বাড়ি ফেরেন।" সুজিত সরকার দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মোটামুটি একটা চিত্র তুলে ধরেছেন। চিত্রটি স্কুলগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

তবে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহোদয় যা বলেননি, তাহলো– পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষার্থীর সংখ্যার চেয়ে কয়েকগুণ লোক হলগুলোর ভেতরে-বাইরে অবস্থান নেন। এদের অধিকাংশই অভিভাবক। জাতীয় রাজনীতিতে যতই বিরোধ থাকুক; পরীক্ষার হলে অভিন্ন স্বার্থে সকল দলের রাজনীতিক নেতাকর্মীরা মিলে-মিশে একসাথে পরীক্ষা হলের নিয়ন্ত্রণভার নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়। এই ডামাডোলের মধ্যে দু একজন শিক্ষক নকল ধরলে জীবন বিপন্ন হয়, এমনকি ম্যাজিস্ট্রেটও ছুরিকাঘাতে আহত হন। তাই পরীক্ষার হল রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হওয়াটা একান্ত কাম্য।

নীতি-নৈতিকতাবিহীন শিক্ষা ব্যবস্থা চলতে পারে না। কে. জি-ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, সরকারি-বেসরকারি, ক্যাডেট, ক্যান্টনমেন্ট; এত বহুধাবিভক্ত নামধারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজে অসম শ্রেণী তৈরি করে। আর এই অসম প্রতিযোগিতার যাঁতাকলে প্রতিনিয়ত পিষ্ট হয় নীতি-নৈতিকতা, দেশপ্রেম, মূল্যবোধ তথা জাতিসত্তা। তাই সংবিধানের আলোকে একটি বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-মূল্যবোধভিত্তিক একক ও অভিন্ন সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা অতীব প্রয়োজন। আলোকিত মেধাবী মানুষ তৈরির লক্ষ্যে শিক্ষানীতি প্রণীত হতে হবে। জাতি হিসেবে বেঁচে থাকতে হলে, আমাদের অন্য কোন বিকল্প নেই। বিডিআর দিয়ে এসএসসি পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে, এইচএসসি বা ডিগ্রি পরীক্ষায় কি আর্মি মোতায়েন করা হবে? শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন না করলে, লেটার-গ্রেডিং পদ্ধতিতে রেজাল্ট দিয়ে কোন লাভ নেই।

প্রতাপ কুমার মণ্ডল
প্রভাষক, ইংরেজি
হাজী জামালউদ্দিন ডিগ্রি কলেজ
ভাঙ্গুড়া পাবনা